Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 159 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 159 - 165
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসের আখ্যানবিশ্ব : বহুকৌণিক বর্ণময় কথনবিশ্বের অনুসন্ধান

মারিয়ম ফেরদৌসী
প্রাক্তনী, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: ferdousimariom@gamil.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Alternative genre writers, oppressive society, Kathapat, Somoyer Satpach, Narrative: writers, corporatization, path of diversity.

Abstract
Sadhan Chatterjee, a writer of alternative genre, from seventies to today, for the past six decades, has created a stir in the intellectual world of the reader by writing narratives of different flavors. Instead of the quick fame of mere entertainment, his stories and novels have emerged as a dangerous weapon against the oppressive society. He has mastered both story and the most difficult form of modern literature, Novel. On the other hand, his entire literary life is reflected in his 'Prose books' like Kathapat, 'Somoyer Satpach' etc. Sadhan Chatterjee, in his essay Narrative: The Equation of Story and Non-Story', has called his contemporary writers as 'seventies chronotopian'. Naxal riots in the 70s, the establishment of a left-wing government against Congress government, the fall of the Soviet Union in the 90s, the onslaught of globalization-corporaization, the monstrous dominance of flat culture, mall culture since the beginning of the 21st century, and the contempt for humanity have made the fiction writer's narrative a path of diversity.

Discussion

কথামুখ : সাধন বাবুর বহুমাত্রিক সৃজনবিশ্ব :

সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থের ভূমিকাংশে কিংবা সাক্ষাৎকারগুলিতে নিজের পরিচয় হিসেবে 'লিটল ম্যাগাজিনের লেখক' বলতে ভীষণ স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। আজ পর্যন্ত ৬০০ এর বেশি ছোটোগল্পের আঁতুড় ঘর এই নামীদামী পত্রিকা থেকে নগরের গলির অনাম্নী ছোট্টো পত্রিকাসমূহ। লেখক তাঁর 'গল্প সমগ্র ২' এর ভূমিকাংশে সগর্বে জানিয়েছেন –

> "আমার প্রায় সব লেখাই লিটল ম্যাগাজিনে– খ্যাত, উনখ্যাত, অখ্যাত, পশ্চিমবাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পত্রিকাগুলোতে মুদ্রিত।"[১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 159 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৯৬৬ সালে 'নন্দন' পত্রিকাতে প্রথম ছোটগল্প 'বন্যা' প্রকাশিত হবার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যপথ যাত্রার শুভারম্ভ। আখ্যানগত পরীক্ষানিরীক্ষায় সিদ্ধহস্ত তিনি ক্ষণে ক্ষণে ভাঙতে ভাঙতে তাঁর সাহিত্যভূমি প্রস্তুত করেছেন। কাহিনির বিষয় বৈচিত্র্য তাঁর ছোটোগল্পগুলি পাঠক মনে আজও বিস্ময়ের ঝড় তোলে। কেবলমাত্র ছোটোগল্প নয় উপন্যাস রচনাতেও তাঁর কলম পাঠকের বাহবা কুড়িয়েছে। ১৯৭০ সালের বাংলার উত্তাল-উন্মোত্ত নকশালের পটভূমিকায় কমিউনিস্টভাবাপন্ন ২৬ বছরের যুবক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের কলমে রচিত হয়েছিল 'অগ্নিদগ্ধ' (১৯৭০) উপন্যাসটি। এরপর সব্যসাচীর ন্যায় দুই হাতে গল্প এবং উপন্যাস নামক সাহিত্যের সবচেয়ে কঠিন ও আধুনিকতম সংস্করণে হাত পাকিয়েছেন। 'জলতিমির', 'মাটির অ্যান্টেনা', 'সাতপুরুষ ডটকম', 'শেষরাতের শেয়াল', 'গহিন গাঙ', 'পানিহাটি' ইত্যাদি উপন্যাসসমূহ পাঠকের অনুসন্ধিৎসু মনে অনুরণন তৈরি করে। অন্যদিকে তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবনের ভাবনা-চিন্তার সারৎসার তাঁর 'কথাপট', 'সময়ের সাতপাঁচ', 'অক্ষরে বদ্ধজীবন' ইত্যাদি গদ্যগ্রন্থগুলি। ব্যক্তি সাধন চট্টোপাধ্যায়-সাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, মনন-মানসিকতা, সময়ের কণ্ঠস্বর সরাসরি প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাঁর প্রবন্ধসমূহের পাতায়।

সাহিত্যিকের সমকালীন দেশ-কাল, সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি :

'অক্ষরে বদ্ধজীবন' প্রবন্ধগ্রন্থের 'কেন লিখি' প্রবন্ধে লেখক জানিয়েছেন –

> "আমি খাঁচার ইঁদুর হতে চাই নাই বলেই লিখি।"[২]

প্রথাগত ভাবে নির্দিষ্ট জাঁতাকলের আবদ্ধতায় অপরাগ এই ভিন্নজাতের লেখকের জীবন বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। ১৯৪৭ সালের নাড়িছেঁড়া দেশভাগের ফলে সপরিবারে এপার বাংলায় আগমন, কলকাতায় জেঠুর বাড়িতে সাময়িক বসবাস এবং কিছু দিন পর পিতার কাজের সূত্রে রানীগঞ্জ গমন এবং জীবনের বাল্যকালটা তিনি ওখানেই কাটিয়েছেন। শিল্পাঞ্চল-কসমোপলিটন এলাকা রাণীগঞ্জের বুধাডাঙ্গতে বসবাসকারী খ্রিস্টান-হিন্দুস্থানী-বাউড়ি, আঘুড়ীদের একত্র সহবস্থান তাঁর শিশু মন-মননকে জাত-পাতের উর্দ্ধে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। সত্তরের দশকের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য রচনার প্রস্তুতিপর্বে ঘৃতাহুতি দেওয়ার আয়োজন করে। ৪০-এর দশকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৪২-এর আগস্ট আন্দোলন, ৪৩-এর বিভীষিকাময় মন্বন্তর (Man-made famine), ৪৬-এর সাম্প্রদায়িক হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এবং সর্বশেষ ১৯৪৭-এ ২১ কোটি ভারতবাসীর রক্তস্নাত কাঙ্খিত স্বাধীনতা। দেশ তো স্বাধীন হল, সমগ্র দেশবাসীর প্রাপ্তিযোগের সমীকরণটা শূন্যই রয়ে গেল। খাদ্য-স্বাস্থ্য-শিক্ষার প্রাথমিক চাহিদাটাও পূরণ করতেও ব্যর্থ ছিল সে দিনের বিকলাঙ্গ দেশটি। কথাসাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের জন্মের পূর্বে এবং জন্মের পরে দুরন্ত চল্লিশের রক্তস্নাত ভয়াবহ বিভীষিকাময় ঘটনার রেশ শিশু মনে রেখাপাত করতে পারেনি। অন্যদিকে স্বাধীনোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গের ৬৬ এর খাদ্য আন্দোলনে সক্রিয় উপস্থিতি তাঁর এক স্বচ্ছ রাজনৈতিক দর্শনের জন্ম দেয়। সমগ্র বাংলায় তখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বামপন্থীদলের যুদ্ধাংদেহি মনোভাব বাঙালি শিক্ষিত যুবকদের রক্তে উন্মাদনা জাগায়। চারু মজুমদারের নেতৃত্বে নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন লেলিহান শিখার মতো সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭০ সালের নকশাল আন্দোলন, সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল, রাষ্ট্রের প্রত্যাঘাত, জেলবন্দী ইত্যাদি হাড়হিম ঘটনাসমূহ সাধারণ জনতার রাতের ঘুম হারাম করেছিল। নকশালদের বুর্জোয়াপন্থী সরকারের বিপ্রতীপে সাম্যবাদী শাসনতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন সাধন বাবু। স্বয়ং চারু মজুমদারের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। কিন্নর রায়ের কথানুযায়ী –

> "এমনকি সত্তর দশকের শেষ দিকে, আশিতেও তিনি কখনও কখনও আলট্রা লেফট। নকশালপন্থীদের কাছাকাছি।"[৩]

তদসত্ত্বেও নকশালপন্থী রাজনীতির গনগনে আঁচটা তাঁর গল্প-উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়নি। বাস্তববাদী সাহিত্যিক তাঁর সূক্ষ-সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে অন্তর্দৃষ্টিজাত বিশ্লেষণে নিরপেক্ষ নিরাসক্ত ভঙ্গীতে রাজনৈতিক ঘটনাসমূহকে সাহিত্যরসে জারিত করে পরিবেশন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ৭০-এর দশকে বাংলাদেশ জুড়ে নকশালপন্থীদের নারকীয় গণহত্যালীলা, অজস্র ব্যক্তি খুন, বিদ্যাসাগর-রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভাঙা থেকে আশির দশকের শেষ পাদে সোভিয়েত পতন, আদিবাসী সমস্যা, মাওবাদী আন্দোলন, কর্পোরেটদের দাপাদাপি ইত্যাদি একঝাঁক যুগান্তরকারী ঘটনাসমূহ ৭০ এর দশক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 159 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

থেকে আজ পর্যন্ত লেখকদের বহুমাত্রিক প্রেক্ষিত দিয়েছে। সাধন বাবু 'আখ্যান : কাহিনী ও না কাহিনীর সমীকরণ'[৪] প্রবন্ধে তাঁর সমসাময়িক লেখকদের 'সত্তরের ক্রোনোটপজাত লেখক' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সত্তরের ক্রনোটপজাত লেখকদের অন্যতম এই সাধন বাবুকে গত চার দশকের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলি ভীষণ ভাবে আলোড়িত করে। ৭০-এর নকশাল, কংগ্রেস সরকারের বিপ্রতীপে বামপন্থী সরকারের প্রতিষ্ঠা, ৯০-এর সোভিয়েতের পতন, বিশ্বায়ন - কর্পোরেটাইজেশনের দাপাদাপি, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ফ্ল্যাট কালচার-মল কালচারের রাক্ষুসে আধিপত্য, মানবিকতার অবমাননা আলোচ্য কথাসাহিত্যিকের আখ্যানকে বিচিত্র পথগামী করে তুলেছে।

গল্পের বর্ণিল অথচ রহস্যময় আখ্যানবিশ্ব :

'আখ্যান : কাহিনী ও না-কাহিনীর সমীকরণ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের জবানীতে - "কোনো নির্দিষ্ট লেখক, ধরুণ আমার কথাই যদি বলা যায়, গত তিরিশ বছর ধরে লেখালেখির ইতিহাস বলতে বোঝাবে আখ্যান নির্মাণের কৌশলগত বিবর্তনের ইতিহাস। আমার 'ঢোল-সমুদ্র' গল্প ১৯৭২-এ লেখা এবং 'এলাটিং বেলাটিং সই-লো' ২০০০-এ লেখার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে এই বিবর্তনের বিভাজন।" উত্তর ঔপনিবেশিক সময়ে বাজার ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বিস্ফোরণ, মানুষের রুচির পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণ-জনস্বাস্থ্য, লিঙ্গ সন্ত্রাস, যৌন দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তনের ধারাভাষ্য হয়ে উঠেছে সাধন বাবুর সংখ্যায় চারশো গল্পসমূহ। সুদীর্ঘ কালপর্বে গল্পের আখ্যান ও প্রকরণগতভাবে কথাসাহিত্যিক পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে নব নব রূপে পাঠকের রসাস্বাদন ঘটিয়েছেন। 'কেন লিখি' প্রবন্ধের বয়ানে প্রাবন্ধিক –

> "আমার স্বভাবে কোনো সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কোনো অভ্যাস নেই। কোনো কিছুকেই চূড়ান্ত বলে ধরে নিতে দ্বিধা বোধ করি। সামান্য ক্ষিপ্রতা ও সংশয় আমার সাফল্য ব্যর্থতায় সর্বদা খেলা করে বেড়ায়। তাই কোনো একটা বিশেষ কায়দায় বা ঢঙয়ে গল্প লিখে হাততালি-প্রশংসা জোটার পর, নিজেকে নতুন করে ভাঙার জন্য আকুল হয়ে উঠি। এ পর্যন্ত ছয়শ গল্প লিখেছি - কখনও – কখনই শৈলী বা বিষয়ে পুনরাবৃত্তি করিনি। গাঁটের কড়ি হিসেবে সাফল্যকে আঁকড়ে ধরতে ক্লান্ত বোধ হয়। নব নব রাস্তায়, নিজেকে বদলাবার মধ্য দিয়ে যেটুকু স্বীকৃতি আসে- তাই আমার পাথেয়।"[৫]

লেখক 'স্টীলের চঞ্চু' গল্পে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পিতা-পুত্রের চিন্তনগত দ্বন্দ্বের পরিস্ফুটন ঘটিয়েছেন। মধ্যবিত্ত ভূপতি বাড়ুজ্যের একমাত্র পুত্র রুনু কমিউনিজমের আলোকে শ্রেণি শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে রাষ্ট্র-সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে। অন্যদিকে পিতা ভূপতি বাড়ুজ্যে রিটায়ারমেন্টের গোধূলিলগ্নে পুত্র রুনুর চাকুরীতে আপ্লুত, তিনি ঘুণধরা উঁচুতলার মানুষের শোষণে ক্লিষ্ট সমাজ সম্বন্ধে ভাবতে অপরাগ। প্রকৃতপক্ষে লেখক আলোচ্য গল্পে রুনুর মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজ পরিবর্তনের কোনো বিপ্লবী সত্তাকে জাগরিত করতে চাননি। প্রকৃতপক্ষে সমাজের অতলান্ত গভীরে প্রথিত ঘুণধরা সমাজের পরিবর্তন বাতুলতার সমান।

> "ওরা শুধু ছেঁড়া কাঁথায় তালি লাগাবার কথা বলে। সমাজ ওষুধের মূল খোঁজে না। সমাজ পুরো পাল্টে না গেলে কোনো কিছুর সমাধান হবে না। মাঝপথে কিছু নেই। এই কাক ও তার স্টীলের ঝকঝকে চঞ্চুই তার প্রমাণ। অথচ মানুষগুলো অন্ধ।"[৬]

অন্যদিকে তাঁর 'মাংসখেকো ঘোড়া' গল্পে ৫০ ফুট উঁচু পাঁচ তলা বাড়ির ছাদের কংক্রিট পিলারে কয়েকজন বস্তিবাসী শ্রমিককে হোর্ডিং টাঙাতে দেখা যায়। হোর্ডিংটি একটি লাল ঘোড়ার ছবিতে জাজ্বল্যমান।

> "দানবীয় কাম-বাসনাচোখে থমকে থাকা পশুটা যেন জীবন্ত। বিজুর বারবার মনে হচ্ছিল, সত্যিই কি ঘোড়া পশু হয়েও নারীসঙ্গমের ইচ্ছা পোষণ করে?' একটা খাম্বা এসে তার কাঁধে এসে পড়ল। আর একটা হাত কেটে বাতাসে ভাসতে ভাসতে পড়ে গেল।"[৭]

এই হাত কেটে যাওয়া বিজুর সঙ্গে তিন জন ছিল। লেখকের হিসেবে এই হাত কেটে যাওয়া বিজু সহযোগে তার বন্ধুরা বর্তমানে 'সাড়ে তিনজন' মানুষ। পুঁজিবাদী সমাজে নারী পণ্য হিসেবে চিহ্নিত, তাইত হোর্ডিং-এ লাল ঘোড়াটির পাশে লাস্যময়ী নারীর ছবি। নারীর পণ্যায়নের অপর এক জাজ্বল্যমান চিত্রপট অঙ্কন করেছেন লেখক তাঁর 'এলাটিং বেলাটিং সই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 159 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লো' গল্পে। লোক-সংস্কৃতির এলাটিং বেলাটিং সই লো খেলাটিকে সাহিত্যিক বস্তী অঞ্চলে দালালদের নারী পাচারের প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে বিনির্মাণ করেছেন। সাহিত্যিকের নতুনতর ভঙ্গীর সংযোজনে গল্পটি পাঠকমহলে অন্যমাত্রা লাভ করেছে। 'এলাটিং বেলাটিং সই লো/ কী খবর আইলো/ রাজামশাই চানু নামে একটি বালিকা চাইলো/ নিয়ে যাও, নিয়ে যাও বালিকাকে' গান গাইতে গাইতে চানুকে তার বস্তীর বালিকারা একটি নির্জন জায়গায় ছেড়ে দিয়ে আসে। চোখ খুলেই চানু একটি ভদ্র পোশাক পরিহিত মানষকে দেখতে পায় – "সদ্য- ফোটা টকটকে লাল দুটো ফুল, শেষ হওয়া বিকেলে ম্লান নরম আলোয় টুপটাপ ঝরে পড়ল, চানু ভয়ে দেখে ফুল দুটো ফুলের মতো ফুটলেও, এখন তারা বুলু আর হেনা – স্পষ্ট তারা মাটিতে পড়ে আছে- যারা দুমাস ধরে নিখোঁজ..."[৮] ভদ্রলোকের মুখোশধারী দালালদের পাচারীকৃত বালিকারা শেষমেস পতিতাবৃত্তির শিকার হয়।

> "অথচ ফুলগুলো উঁচুতে ফুটে রইল ফুলেরই মতন, শুভ্র শুভতা নিয়ে, এবং ফের চানু স্নানের পরেও নীরবে ঘামতে থাকল, কারণ লোকটার হাতের স্পর্শেও শিমূলের ডাল থেকে যে-দুটো ফুল ঝড়ে পড়ল, চানুর ভীষণ পরিচিত, অঞ্চল থেকে বেপাত্ত হয়েছিল।"[৯]

সমান্তরাল ভাবেই দেরিদার 'বিনির্মাণ' তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত উত্তরাধুনিক সময় কালপর্বের দাবি মেনে পুরাণ-লোককথার এমনকি মধ্যযুগের সাহিত্য চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনকথা, তিনটি মঙ্গলকাব্যের কাহিনির পুনর্নির্মাণ প্রবণতা একবিংশ শতাব্দীতে কোনো নতুন বিষয় নয়। কেবলমাত্র পাশ্চাত্যনুসারী দেরিদার 'বিনির্মাণ' তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয় বাঙালির ঐতিহ্যময় শিকড়ের টানে সাধনবাবু পুরাণ-মধ্যযুগের সাহিত্যের নবনির্মাণ ঘটিয়েছেন। তাঁর মতে মধ্যযুগের সাহিত্যে 'বিকল্প আধুনিকতা' বিরাজমান। মধ্যযুগের সাহিত্যের বহুমাত্রিক নবনির্মাণ ঘটেছে 'সতত বেহুলা' ও 'চৈতন্যের বট' গল্পদুটিতে। 'সতত বেহুলা' গল্পে পোস্ট অফিসের চাকুরী থেকে অবসর নেওয়ার পর ১৫ বছর কেটে গেছে বাড়ির কর্তা শান্তিনাথের। স্ত্রী, সন্তান, বৌমা, নাতি-নাতনী নিয়ে ভরাট সংসারেও শান্তিনাথ যেন একা। পঁচাত্তর বছরের নিঃসঙ্গ শান্তিনাথ বিভিন্ন কাজকর্মে নিজের একাকিত্বকে ভরাট করে বেঁচে থাকতে চায়। একবিংশ শতকে অবসরপ্রাপ্ত এক বৃদ্ধের নিত্য যাপনের বেদনায় বিধুর হয়ে উঠেছে 'সতত বেহুলা' গল্পটি। কিন্তু পরিবারের সমস্ত মানুষগুলি যখন রাত্রীর দ্বিপ্রহরে শান্তির ঘুমে নিমগ্ন, সেই নিমগ্ন নির্জনাতকে উপভোগ করেছেন শান্তিনাথ বাবু।

> "পরিবারের আড়ালে, ছোটো স্পেসে, বিছানায় একাকী তিনি নিজের কাছে একান্ত আপন। ...যখন স্বাধীনতায় ভাবেন, একাকার হয়েছেন, কেবল রাত্রীর দ্বিপ্রহর থেকে, বাড়িটা যখন গভীর ঘুমে, স্বাধীনতায় উদ্ধত স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে থাকেন।"[১০]

আলোচ্য গল্পে 'বেহুলা' ধৈর্য্য-সহনশীলতার প্রতীক, অসম ধৈর্য্য-সহনশীলতায় সতী বেহুলার কলার ভেলায় অমরাবতী গমন যেন শান্তিনাথের সমগ্র দিনযাপনের শেষে রাত্রির দ্বিপ্রহরের অপেক্ষা। শান্তিনাথের রাত্রি দ্বিপ্রহরের নিঃশব্দ নির্জনতা সুদূর স্বর্গালোকের অমরাবতীর সমান। 'কচ-দেবযানী কথা' (১৯৭৫) গল্পে তিনি পুরাণের নবনির্মাণ ঘটিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে পুরাণের প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত কচকে লেখক ধর্ষক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তৎকালীন কঠিন কঠোর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কচ রাজনৈতিক শাসক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি মাত্র। পাশাপাশি 'মিথ ও সাধন চট্টোপাধ্যায়' প্রবন্ধে সিদ্ধার্থ বিশ্বাস 'চৈতন্যের বট' গল্প প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন –

> "গল্পটি বটগাছ সম্পর্কিত যা ধারণা আছে এবং তার সাথে বৈষ্ণব ধর্মের যে ছোঁয়া দেওয়া আছে তা সমস্ত করে দিয়ে রুঢ় বাস্তবের মুখ পাঠকের সামনে নিয়ে আসে।"[১১]

আলোচ্য গল্পে বট গাছটি প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন –

> "বৃক্ষটির নাম চৈতন্যের বট। নীলাচলের পথে, শোনা যায়, চৈতন্যদেব এখানে এসেছিলেন। জনৈক জমিদার শিষ্যকে সস্নেহে দন্ড দিয়েছিলেন সমস্ত ভক্তদের দই-চিড়ের ফলার খরচের আদেশ দিয়ে। বটগাছটি কি পাঁচশো বছর পার করল? না, এটি মূল বৃক্ষের ঝুরি। বর্তমানে যেমন এর কিছু ঝুরি মাটিভেদ করে ইতিমধ্যে আলাদা অস্তিত্ব নিয়েছে। আর কচি সরল, গুচ্ছ গুচ্ছ তরুণেরা ক্রমাগত নীরবে

> লক্ষ্যের দিকে চলেছে- কখন মাটির আশ্রয় হয়ে নিজেদের গ্রথিত করবে, হয়ে উঠবে ইতিহাস। এখন মিন্টু সেগুলো ধরেই সরসর নেমে পড়ছে।"[১২]

চৈতন্যের পদধূলি ধন্য 'চৈতন্যের বট' অন্যদিকে ক্লাস ফোরের খচ্চর বাচ্চা মিন্টুর উটকো রক্তের নীরব সাক্ষী 'চৈতন্যের বট'। সাহিত্যিকের ছন্দময়-গীতিময় ভাষায়-

> "কেবল নদী ও লাগোয়া পারিপার্শ্ব সময়হীনতার অখন্ড স্তরে নিজেকে মেলে রাখে এবং চৈতন্যের বট নিস্পৃহ ভঙ্গীতে মহাসময়কে শুষতে শুষতে নীরবে ঝুরিগুলো একটু নামিয়ে দেয় মাটির লক্ষ্যে – যেখানে গ্রথিত করতে পারলে আরো বহুকাল এই বৃক্ষ একটি মস্ত প্রাণ হয়ে থাকতে পারবে।"[১৩]

বৈচিত্র্যময় কাহিনির সমাহারে উপন্যাসের বহুস্তরীয় কথনবিশ্ব :

'কেন এ অক্ষরস্বপ্ন' জবানবন্দীতে সাধন বাবু লেখেন –

> "লেখক সৃষ্টি করে, নাকি পাঠকের মনে নব নব ইন্দ্রজাল উসকে দেয় মাত্র। কেন এ অজানা জিজ্ঞেসা? কেন মানুষের জীবনে সাহিত্যের আত্মীয়তা দরকার? এই মানুষের একটা টুকরো তো ভোগ, যৌনতা, সুখের লেইতে লেপটে থাকতে পারে। তবুও কেন হৃদয়ের অতৃপ্তি, নতুন কিছু খোজা।"[১৪]

সাহিত্যের পরীক্ষানিরীক্ষায় সিদ্ধহস্ত বিকল্প ধারার লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলি কেবলমাত্র পাঠকের বিনোদনের খোরাক যোগায়নি, বিষয় ও প্রকরণগত অভিনবত্বে উপন্যাসগুলি এক ভিন্ন সমান্তরাল পাঠ পাঠকের সামনে হাজির করে। ছোট্ট ছেলেটি বিজ্ঞানে ভীষণ আগ্রহী, গ্রীষ্মের ছুটির সময় লাইব্রেরিতে ছুটে গেল বিজ্ঞানের বই খুঁজতে কিন্তু লাইব্রেরিয়ান হাতে ধরিয়ে দিল বিমল করের 'সাহেব বিবি গোলাম' উপন্যাসটি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ততথ্যানুযায়ী সাধন বাবুর বিজ্ঞানী হওয়ার ইচ্ছের পরিবর্তে শিল্প সৃষ্টির মনন-মানসিকতাকে বহুগুণে ত্বরান্বিত করে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' আখ্যানের সচেতন পাঠ। সাধন বাবুর বক্তব্যানুযায়ী -

> "সেই বই পড়ে যেন ভিতর থেকে 'earthquake' অনুভব করি। মনে হল যেন এটাই সাহিত্য। এটা পড়ে কী যে ভিতর থেকে উন্মাদনা অনুভব করি, তা মুখে বলা অসম্ভব। মানিক বাবু যেমন তাঁর প্রকৃত নাম প্রবোধচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের পরিবর্তে 'মানিক বন্দোপাধ্যায়' ডাকনামে সাহিত্য রচনা করেছেন। আমিও তেমনি প্রকৃত নাম চন্দ্রশেখর চট্টপাধ্যায়ের পরিবর্তে সাধন চট্টোপাধ্যায় নামে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করি।"[১৫]

এ তো গেল আবেগের কথা। ঔপন্যাসিক সাধন চট্টোপাধ্যায় বৃহত্তর ক্যানভাসে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়ন, কর্পোরেটাইজেশন, নারীর পণ্যায়ন, মানবিকতাহীন ক্যারিয়ারের ইঁদুর দৌড়ে ক্লিষ্ট চৈতন্যের দারিদ্র্য সম্পন্ন নাগরিক মানুষের চেতনায় আলো ফেলেছেন। উপন্যাসের বিষয়বস্তুগত বৈচিত্র্য ও প্রকরণের বহুমুখীতা বোদ্ধা পাঠককে বিস্মিত করে তোলে। ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনে লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানের অনুরণন লক্ষিত হয় তাঁর 'অগ্নিদগ্ধ' উপন্যাসে। স্থানে স্থানে তিনি সমাজের কল্পনার গজমিনারে বসবাসকারী কর্পোরেট মানসিকতার মানুষগুলির ভণ্ডামি-ব্যভিচারিতার প্রকাশিকা শক্তি হিসেবে 'Magic Realism'এর দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁর 'সাতপুরুষ ডটকম', 'শেষরাতের শেয়াল' উপন্যাস দুটিতে মৃত মানুষজনের হঠাৎ করে, জীবিত মানুষজনের দুনিয়ায় হাজির হওয়া, কাজকর্ম- চলাফেরা করার বিশেষ ফর্মকে ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভূত-প্রেত অর্থাৎ, অতিপ্রাকৃত বিষয়বস্তু ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের 'oral tradition'কে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন। পরিবেশবান্ধব সাধন বাবুর বৈজ্ঞানিক সচেতনার চূড়ান্ত বাস্তবায়ন 'জলতিমির', 'বিন্দু থেকে বৃত্ত' উপন্যাসমূহ। প্রকৃতপক্ষে লেখকের পরিবেশ ভাবনার চূড়ান্ত শিল্পভাষ্য 'জলতিমির' এবং আর্সেনিক দূষণকে লেখক ভারতীয় মিথের আশ্রয়ে 'কালীয় নাগ' হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

> "কালীয় প্রথম আক্রমণেই সহস্র ফণার প্যাঁচে কৃষ্ণকে জড়িয়ে হ্রদের গভীরে নিয়ে গেল। ... সর্বনাশ হয়ে গেছে... কে কোথায় আছো।"[১৬]

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 159 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সমান্তরালভাবে 'গহিন গাঙ' রচনার মাধ্যমে সাধন বাবু 'আঞ্চলিক উপন্যাস' রচনায় হাত পাকিয়েছেন। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রমুখ পূর্বসূরির প্রান্তবর্গীয় মানুষজনের আঞ্চলিক আখ্যান দ্বারা প্রভাবিত সার্থক উত্তরসূরী সাধন বাবুর সুন্দরবনের মালো জনজাতির জীবন- জীবিকা, সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক যাপনের আলেখ্য 'গহিন গাঙ' উপন্যাসটি। উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক জানিয়েছেন –

> "বিশেষ প্রয়োজনে সুন্দরবন অঞ্চলে কাটাতে হয়েছিল বেশ কিছু দিন। প্রত্যক্ষ করেছিলাম অরণ্য, নদী, মানুষের জীবিকার সংগ্রাম। প্রতিদিনের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের পাশাপাশি ধর্ম, লোকাচার, স্বপ্ন ও বিশ্বাসের দোলাচলে যে মানুষ বাঘ, কুমীর-কামোট ও 'মনুষ্য দাপট' বুকে নিয়ে নোনা গাঙ-এর গোন, বেগোন-এর মতো ইতিহাস তৈরি করছে - আধুনিকতা যাকে বলে সাব অল্টার্ন – এ উপন্যাস তাদের জীবনের 'কয়েকটা দিন'- খন্ডকালের আভাস।"[১৭]

লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্থায়ী বসবাসস্থান সোদপুরের পানিহাটি অঞ্চলের বিগত দুশো বছরের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সর্বোপরি সাংস্কৃতিক ইতিহাস সংবলিত 'পানিহাটি' উপন্যাস লিখেছেন, যে পানিহাটি একদা মহাপ্রভু চৈতন্য, রবীন্দ্রনাথের পদধূলি ধন্য। "গজত্ব হারিয়ে পানিহাটা সবে মফসলের মালিন্য ঘুচিয়ে একটু আড়মোড়া ভাঙছে। নদীর তীরে একটি ছায়াচ্ছন্ন বিশাল ঐতিহাসিক শ্যাওলা ধরা শ্বেতপাথরের ফলক দেখিয়েছিলেন। বার্ধক্যে দধীচি বহুবার এ ঘাটে পা রেখে লক্ষ করেছেন, শ্যাওলার আড়ালে কালো অক্ষরে খোদাই উঠে গেলেও বোঝা যায় লেখা আছে- এই সেই ঘাট, নীলাচল হতে ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দের তিথিতে বুধবার চৈতন্য মহাপ্রভু অবতরণ করেছিলেন।[১৮] তন্ময় ভট্টাচার্য গৃহীত 'ঈর্ষাক্ষাৎকার' : সাধন চট্টোপাধ্যায় (প্রথম পর্ব) অংশে 'পানিহাটি' প্রসঙ্গে তন্ময় ভট্টাচার্যের প্রশ্নে সাধন বাবুর প্রত্যুত্তর "আমার লেখা পেনেটিতে রবীন্দ্রনাথ' – বইটি পরবর্তী জেনারেশনকে আলোড়িত করেছিল ইতিহাস খোঁজার ব্যাপারে। কিন্তু আমি এই গ্রন্থে কেবল ব্যাক্তি ইতিহাস নয়, সমগ্র কমিউনিটির ইতিহাসকে ধরতে চেয়েছি... এখানে তো চৈতন্যের প্রভাব অপরিসীম। কিন্তু এখানে চৈতন্যদেব একবারই এসেছিলেন।"[১৯]

যবনিকাপতন :

"আমি নিছক বিনোদনের জন্য লিখি না বা সময়ের সঙ্গে তাল রেখে পাঠক যা খায়, গল্প-উপন্যাসে বিতরণ করতে অনাগ্রহ বোধ করি। আমি ব্যক্তিজীবনে একটি বিশ্বাস বা অর্থময়তায় বিশ্বাস করি। চলতি সমাজের নিক্তিতে সেসবের মূল্য কতটুকু, আধুনিক পাঠকদের তা প্রয়োজন আছে কি না- এসব ভাবনাই সংগ্রহ প্রকাশে কুণ্ঠার কারণ ছিল আমার।" ... সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাধন চট্টোপাধ্যায় গল্পসংগ্রহ ১' এর আলোচ্য ভূমিকাংশে লেখকের সাহিত্য জীবনের মূল সুরটি প্রতিফলিত হয়েছে। বিকল্প ধারার এই লেখক উত্তাল সত্তরের শুরুর দিনগুলি থেকে আজ পর্যন্ত ভাঙতে ভাঙতে নিজের ক্ষেত্রভূমি প্রস্তুত করেছেন। আখ্যানের বৈচিত্র্যময়তা, শৈলীর পরীক্ষানিরীক্ষা, কাহিনী বয়ানের নতুনত্ব তাঁর গল্প-উপন্যাসকে বিচিত্রপথগামী করে তুলেছে, আর এখানেই অভিনব সাহিত্যিকের আখ্যানগুলি কালের করালগ্রাসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ভবিষ্যৎ পাঠকের অনিবর্চনীয়তার স্বাদ মেটাবে।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, গল্প সমগ্র ২, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ৫

২. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, অক্ষরে বদ্ধজীবন, কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন, ২০০৬, পৃ. ৩৪

৩. দাশগুপ্ত, বাসব, নীললোহিত, সাধন চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, কলকাতা, কাজী নজরুল ইসলাম সরণী, সেপ্টম্বর ২০০২, পৃ. ৯৭

৪. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, গদ্য সংগ্রহ ১, কলকাতা: দিয়া পাবলিকেশন, আগস্ট, ২০১৮, পৃ. ১২১

৫. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, গদ্য সংগ্রহ ২, কলকাতা: দিয়া পাবলিকেশন, আগস্ট, ২০১৭, পৃ. ৯০

৬. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, গল্প সমগ্র ২, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ১৪৭

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 159 - 165
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৭. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, গল্প সমগ্র ২, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ৩১৩

৮. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১৭, পৃ. ২০০

৯. তদেব, পৃ. ২০২

১০. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, পঞ্চাশটি গল্প, কলকাতা, প্রকাশভবন, ২০০৯, পৃ. ২৩৭

১১. দাশগুপ্ত, বাসব, নীললোহিত, সাধন চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, কলকাতা, কাজী নজরুল ইসলাম সরণী, সেপ্টম্বর ২০০২, পৃ. ১৭২

১২. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, গল্প সমগ্র ২, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ২০৫

১৩. তদেব, পৃ. ২১১

১৪. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, অক্ষরে বদ্ধজীবন, কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন, ২০০৬, পৃ. ৮০

১৫. দাশগুপ্ত, বাসব, নীললোহিত (সাধন চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা), কলকাতা, কাজী নজরুল ইসলাম সরণী, সেপ্টম্বর ২০০২, পৃ. ৩৮৪

১৬. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খন্ড), কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১লা বৈশাখ, পৃ. ৩৫০

১৭. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, গহিন গাঙ, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৬, পৃ. ৭

১৮. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, পানিহাটা, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ৯

১৯. https://www.prohor.in/irshakkhatkar-sadhan-chottopadhaya-by-tanmoy-bhattacharjee-part-2